জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় শীর্ষে

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫ এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর জীবননগর উপজেলায় শীর্ষস্থান অর্জন করেছে জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

২০২৫ সালে জীবননগর উপজেলা থেকে মোট ৩৮৫ জন শিক্ষার্থী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

গতকাল বুধবার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। উপজেলায় ১৬ জন ট্যালেন্টপুলে এবং ৩৩ জন সাধারণ গ্রেডে মোট ৪৯ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে।

জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ট্যালেন্টপুলে ১০ জন এবং সাধারণ গ্রেডে ১৩ জন মোট ২৩ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি অর্জন করেছে। জীবননগর থানা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে ট্যালেন্টপুলে ৬ জন এবং সাধারণ গ্রেডে ১১ জন মোট ১৭ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে।

এছাড়া শাপলাকলি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে সাধারণ গ্রেডে ৩ জন, হাসাদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১ জন, উথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২ জন, উথলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১ জন এবং কাশিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২ জন শিক্ষার্থী সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে।

বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী বৃত্তি পাওয়ার বিষয়ে জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেবেকা সুলতানা জানান, শিক্ষকদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠদান এবং শিক্ষক, অভিভাবক, ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজে আওয়ামী লীগে সরকারের ছত্রছায়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন শাখায় পদ সৃষ্টি করে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে প্রায় কোটি টাকা বানিজ্য করেন প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ক্ষমতার দাপটে অনেক অভিযোগ শিক্ষক আফজাল হেসেন আমলে নেননি।

টাকা ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে গাংনী শহরে একাধিকবার লাঞ্চিত হন প্রধান শিক্ষক। পরে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে গেলেও খোভ দানা বাধতে থাকে প্রতারিত ভুক্তভোগী শিক্ষকদের মধ্যে।

অবশেষে প্রতারিত ও ভুক্তভোগী শিক্ষকরা বুধবার দপুর ১২ টায় প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের বাড়ীতে শিক্ষকরা টাকা ফেরতের দাবীতে অবস্থান কর্মসৃচি পালন করেছেন।

সহকারী শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন আমাদের ভুয়া নিয়োগ দিয়েছেন । সরকারী কর্মকর্তাদের ভুয়া স্বাক্ষর করে আমাদের হাতে দিয়েছেন। ২০১৪ সাল থেকে আমাদের বেতন ভাতা হয়নি। আমারা টাকা ফেরত চাইলে আজ কাল করে ঘুরাতে থাকে। আমারা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দেবো।

সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে বিদ্যালয়ের বিশেষ কমিটি ক্ষমতার বলে টাকার বিনিময়ে গোপনে ৯ জন সহকারী শিক্ষককে অবৈধভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মোট ২৮ জন সহকারী শিক্ষক অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন ভুয়া নিয়োগের মাধ্যমে কোটি টাকা বানিজ্য করেছেন বলে অভিযোগ তোলেন ভুক্তভোগী শিক্ষকরা।

এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে

যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। পরে ম্যাসেজ দিয়েও কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক বলেন বিষয়টি আমি শুনেছি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এছাড়াও নিতি আরও বলেন, ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের ৮ জন সহকারী শিক্ষককের বেতন শিটে স্বাক্ষর না করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য সহকারী শিক্ষকদের নিয়োগ ফাইল তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের “প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন লাঞ্ছিত”

চাকুরী দেওয়ার নামে ৬ লাখ টাকা নিয়ে চাকুরী না দেওয়ার অভিযোগ এনে এক প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছেন চাকুরী প্রত্যাশী যুবক ও তার লোকজন।

অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত অনুমানিক সাড়ে আটটার দিকে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকায় এই লাঞ্ছিতের ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলা শহরের সিনেমা হলপাড়া এলাকার আওয়ামী লীগের প্রবীন নেতা আলাউদ্দিন ওরফে আলার তার ছেলে সায়েম রানার জন্য গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের পিওন পদে চাকুরী নেয়ার জন্য প্রায় তিন বছর পূর্বে ৬ লক্ষ টাকা দেন প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনকে।

কিছুদিন ওই বিদ্যালয়ে সায়েম রানাকে দিয়ে কাজ করান প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন। তারপর তাকে অজ্ঞাত কারনে তাড়িয়ে দেন।